তারিখ 28 MAY 2009
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সংবাদ

বৃহস্পতিবার ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬
Thursday 28 May 2009

সম্পাদকীয়

মাধ্যমিক পরীক্ষার পাস-ফেল

দেশের দশটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি), দাখিল ও এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফল গত মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে। গতবারের তুলনায় এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী প্রায় ৫২ হাজার বেশি ছিল। তেমনি গতবারের চেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী এসএসসি পাস করেছে। আট সাধারণ বোর্ডের গড় মাস ৬৭.৪১ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৭০.৯০ শতাংশ এবং দাখিল পাসের হার রেকর্ড ৮৫.৮৫ শতাংশ। এসএসসিতে সর্বোচ্চ 'গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ' বা জিপিএ-৫ বাড়লেও পাস কমেছে। এসএসসি ও সমানের পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। যারা পাস করেছে, তাদের জন্য আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। আর যারা 'ফেল' করেছে তাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ এসব পাবলিক পরীক্ষা মেধার সবচেয়ে ভাল বিচার নয় এবং ফেল করা ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরীক্ষা পাসের দক্ষতা পরীক্ষার সুযোগ আবার পাবে। এবারের মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলে চমকপ্রদ বেশি কিছু নেই। যেসব স্কুল বা মাদ্রাসায় ভাল ছাত্রছাত্রী কিংবা বিত্তবানদের সন্তানরা ভর্তি হয়, সেসব স্কুল ভাল ফল দেখাতে পেরেছে। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে। ভাল ফলে ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষকদের কৃতিত্ব কতটুকু বলা কঠিন। এখন আমাদের দেশে পরীক্ষায় ভাল করতে এবং 'ভাল নম্বর' পাওয়ার দক্ষতা অর্জন করতে গেলে কোচিং বা প্রাইভেট টিউশনের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। গ্রামাঞ্চলে স্কুলগুলো দু'দিক থেকে সমস্যায় পড়ে। এসব স্কুলে না আছে পর্যাপ্ত দক্ষ শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীরা আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য না পারে প্রাইভেট কোচিংয়ের সহায়তা নিতে। ফলে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধারাবাহিকভাবে 'খারাপ' করে। প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিষয়গুলো আলোচিত হয়। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হয় না।

এবার দেশের ৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেউই পাস করেনি। এর মধ্যে রয়েছে ২১ স্কুল, ২৭টি মাদ্রাসা এবং ২৩টি ভোকেশনাল স্কুল। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিল বা স্থগিত করা হবে কি না সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সাধারণত এসব স্কুল বা মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছিল রাজনৈতিক বিবেচনায়। আগের মতো এবারও ইংরেজি ও গণিতে খারাপ করার জন্য অনেক পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। মাদ্রাসা বোর্ডের পাসের হার বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ নাকি সাধারণ এসএসসি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২০০ নম্বরের প্রশ্নপত্র থাকলেও মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীদের ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়। গ্রামাঞ্চলে যোগ্যতাসম্পন্ন ইংরেজির শিক্ষকের অভাবের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাসের হার কম হয়ে থাকে। তবে গণিতের ব্যাপারে এই অজুহাত সত্য নাও হতে পারে।

এবার এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার কম কেন তা নিয়েও আলোচনা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী মনে করেন, পরীক্ষায় নকলে কড়াকড়ি করার কারণে এবার গতবারের তুলনায় পাসের হার কম হতে পারে। এসএসসি পরীক্ষা এক মাস এগিয়ে আনাও একটা কারণ হতে পারে। অন্য যেসব মন্তব্য করা হচ্ছে সেগুলো হলো, ছাত্রীরা পরপর তিন বছরের মতো পিছিয়ে রইল ছাত্রদের চেয়ে। কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটছে না। মানবিক ও বাণিজ্যিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে আদৌ ভাল ফল করতে পারছে না। অন্যদের চেয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের 'অবিশ্বাস্য' পাসের হারও অনেকের মনে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এঁকেছে। সেসব বিষয় এখন আলোচিত হচ্ছে এবং আগামী কয়েকদিন আলোচিত হবে, তা শিক্ষানুরাগীদের ভুলে যেতে বেশিদিন লাগবে। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা দূর করার উদ্যোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় নেবে কি না সেটাও অনিশ্চিত হয়ে থাকবে।